21-6-55

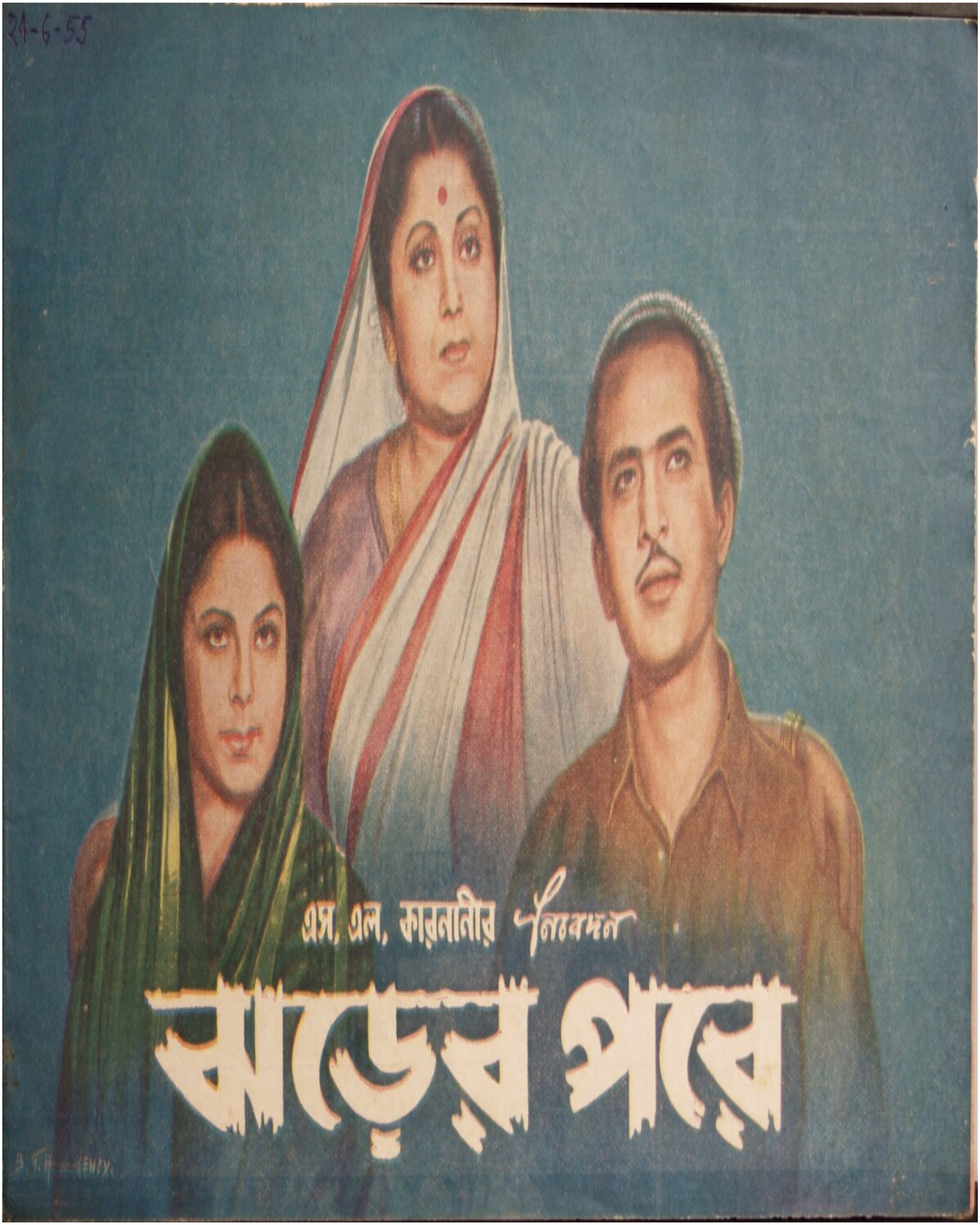

এস, এল, কারনানীর পরিবেশনা

ঝড়ের পরে

কাহিনী : **প্রভাবতী দেবী সরস্বতী** * চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দেবনারায়ণ গুপ্ত**

সঙ্গীত-পরিচালনা : নচীকেতা ঘোষ
চিত্রগ্রহণ : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশ : নরেশ ঘোষ
শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : অজিত দাস
রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী
প্রধান-কর্ম্মসচীব : বলাই বসাক
ব্যবস্থাপনা : জি, এস, পাল
গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

নেপথ্য সঙ্গীত :
রবীন মজুমদার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিচ্ছদ : দাশরথী দাস
আলোক-সম্পাত : হেমন্ত দাস, তারাপদ মান্না
অমরেন্দ্র বোস, অনিল সরকার

সহকারীগণ :
সঙ্গীত-পরিচালনায় : জয়ন্ত শেঠ
চিত্র-গ্রহণে : ননী দাস
শিল্পনির্দ্দেশে : শান্তিপদ মজুমদার
শব্দ গ্রহণে : জগজীৎ দাস
সম্পাদনায় : নির্ম্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনায় : রমেন মুখোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ
অমল সরকার, হীরেন রায়,
সুনীল সেনগুপ্ত
রূপসজ্জায় : বিজয় নন্দন, ভীম নস্কর

●

যন্ত্রসঙ্গীতে : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা,
সাজসজ্জা : আর্ট ডুয়ার্স
পরিস্ফুটনে : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজ লিঃ
ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরিজ লিঃ
স্থিরচিত্রে : ষ্টুডিও এক্স ১, লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবেশক : **রাজশ্রী পিকচার্স লিঃ,** কলিকাতা

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

ভূমিকায় :

মলিনা দেবী
প্রণতি
রেণুকা
সন্ধ্যা
রাজলক্ষ্মী
আশা
শুভ্রা ঘোষ
ছবি বিশ্বাস
রবীন মজুমদার
মিহির ভট্টাচার্য্য
সন্তোষ সিংহ
তুলসী লাহিড়ী
নবদ্বীপ হালদার
জহর রায়
মাঃ বিভু
মাঃ শ্যামল
মাঃ বাবুয়া
মাঃ গৌর কুণ্ডু
আরও অনেকে

* *

ঝড়ের পরে (গল্পাংশ

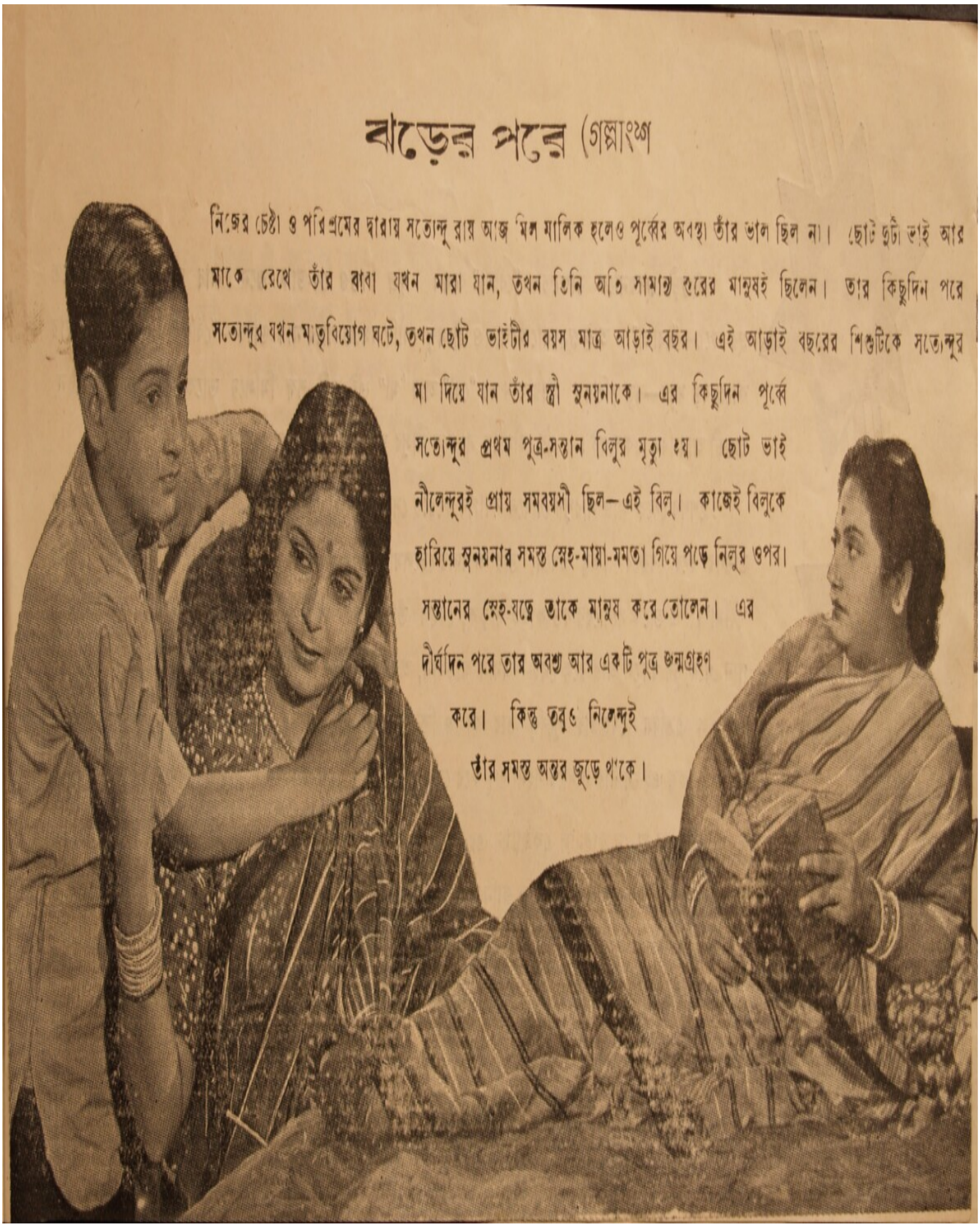

নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারায় সত্যেন্দু রায় আজ মিল মালিক হলেও পূর্ব্বের অবস্থা তাঁর ভাল ছিল না। ছোট দুটী ভাই আর মাকে রেখে তাঁর বাবা যখন মারা যান, তখন তিনি অতি সামান্য স্তরের মানুষই ছিলেন। তার কিছুদিন পরে সত্যেন্দুর যখন মাতৃবিয়োগ ঘটে, তখন ছোট ভাইটীর বয়স মাত্র আড়াই বছর। এই আড়াই বছরের শিশুটিকে সত্যেন্দুর মা দিয়ে যান তাঁর স্ত্রী সুনয়নাকে। এর কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যেন্দুর প্রথম পুত্র-সন্তান বিলুর মৃত্যু হয়। ছোট ভাই নীলেন্দুরই প্রায় সমবয়সী ছিল—এই বিলু। কাজেই বিলুকে হারিয়ে সুনয়নার সমস্ত স্নেহ-মায়া-মমতা গিয়ে পড়ে নিলুর ওপর। সন্তানের স্নেহ-যত্নে তাকে মানুষ করে তোলেন। এর দীর্ঘদিন পরে তার অবশ্য আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তবুও নিলেন্দুই তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে থাকে।

শাশুড়ী সুনয়নাকে ডাকতেন "বৌমা" বলে। ক্ষুদ্র শিশুও সে-ডাক শুনে আধ আধ ভাষায় ডাকতে সুরু করে—"বৌমা"। তাই সুনয়নাকে আজও নীলেন্দু বৌদি বলতে পারে না। ডাকে—"বৌমা"। এ ডাক সুনয়নার কাছে বড় মধুর—বড় তৃপ্তির। তাঁর মনে হয় "বৌ" আর "মা" এই দুটি শব্দ মিলিয়ে তাকে যেন ঘিরে আছেন শাশুড়ী আর বিলু একসঙ্গেই। এই বৌমাকে না হলে নীলুর খাওয়া হয় না—পরা হয় না।

শৈশব থেকে আজ পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছে সে, ডাক্তারী ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, আজ বাদে কাল ডাক্তার হয়ে বেরুবে—কিন্তু এখনো তার আবদার ছেলেমানুষীর অন্ত নেই। কথায় কথায় হাঁক ডাক 'বৌমা' আর 'বৌমা'। এ ডাকে সংসারের যত কাজই থাকুক, ফেলে তাঁকে ছুটে আসতে হয়, সাড়া দিতে হয়—সুনয়নাকে। পান থেকে চূণ খস্‌লে আর রক্ষে নেই—অমনি অভিমান, অমনি খাবনা—ক্ষিধে নেই। সত্যেন্দুর সংসার বেশ সুখেই কাটছিল এতদিন—মেজভাই পূর্ণেন্দু তার স্ত্রী ও তিনটী ছেলেমেয়ে, নিজের একমাত্র পুত্র কালো, স্ত্রী আর নীলুকে নিয়ে। কিন্তু এই সোনার সংসারে সহসা দপ্‌ করে যেন আগুণ জ্বলে উঠল একদিন—নীলেন্দুর বিবাহকে কেন্দ্র করে।

নীলেন্দুর সামনে ফাইনাল একজামিন এরই মধ্যে সত্যেন্দু তার বিয়ের সব ঠিক করে ফেল্লেন। সুনয়না ও পূর্ণেন্দু, একজামিনের জন্য অবশ্য আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোন আপত্তিই খাটেনি—তিনি ব্যবসাদার—ব্যবসাদারের কথাই হচ্ছে সব। মা-বাপ মরা গরীবের ঘরের মেয়ে—দেখতে যেন পদ্মফুল! পাছে সে-ফুল আর কেউ তুলে নিয়ে যায় তাই তিন পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। অবশ্য সমস্ত খরচপত্র করেই এ ফুলটীকে তাঁর সংসারে নিয়ে আসবেন।

ওদিকে পূর্ণেন্দুর স্ত্রী রেণু তার ছোট বোন বীথির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে একবার কথাটা পেড়েছিল সুনয়নার কাছে। সুনয়না তখন বলেছিলো আগে পাশ করুক তারপর দেখা যাবে। তাই সে যখন শুনল ভাসুর পাকা কথা দিয়ে এসেছেন দেওরের বিয়ের, তখন তার মন যে শুধু হতাশায় ভেঙ্গে গেল তা নয়—ঈর্ষায় জলে উঠল। ভাসুরের স্বোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের মাঝে বোনটিকে এনে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। কোনদিন পৃথক হলে, বড় জোর দুটো ভাগই হোত—কিন্তু এখন তিনটি ভাগ ত হবেই। এই চিন্তায় রেণু নিলেন্দুর বিয়েকে কেমন যেন ভাল মনে নিতে পারল না—অপর দিকে আবার তেমনি নীলেন্দুর স্ত্রী সুমিত্রা হোল তার দু চোখের বিষ।

সুমিত্রা এ সংসারে এসে দেখলে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু তার স্বামীর একান্ত অনুগত নয়—তার স্বামীর প্রাণ স্বরূপ। তাই তাদের খাওয়ানো পরানোর সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিল তার নিজের হাতে।

সুমিত্রা সুনয়নার বড় আদরের—তার সব কাজের মধ্যে সুনয়নার আজ আর তৃপ্তির অন্ত নেই—শান্তির অন্ত নেই।

কিন্তু সংসারের শান্তি ত চিরকাল বজায় থাকে না, তাই দুর্য্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে একদিন সত্যেন্দুর সংসারে। ঝড়—জল—মেঘ—বিদ্যুতের সঙ্গে সুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ। কিন্তু স্নেহের ফল্গু-ধারায় বাৎসল্য-প্রেমের চির-শাশ্বত পথে মাতৃত্বের মহান আদর্শে সে দুর্য্যোগ কেটে যায় একদিন। তারপর?

[সঙ্গীতাংশ]

(১)

সুমিত্রা—

শুধু কি তোরাই পুতুল খেলিস্
আমারও খেলার পুতুল আছে
তোদের এই পুতুলগুলো হার মানেরে
আমার এই পুতুলগুলোর কাছে।
বন্ বন্ বন্ বন্ উড়োজাহাজটা
ঘুরিয়ে চাকা উড়িয়ে পাখা ঐতো ভেসে
যায়
এতে চড়ে খোকার ছেলে তারার দেশে
যায়
সেথায় শুধু রূপ কথারই ঘুমপরীরা নাচে।
তবু তারাও যেন হার মানে মোর
পুতুলগুলোর কাছে।
ড্যাম কুড় কুড় কুড় বাদ্যি বাজেরে
কনের বেশে মুচকী হেঁসে খুকুর মেয়ে
চায়
টোপর মাথায় বর এসেছে ছাতনাতলার
ছায়
খুকুর মেয়ের মুখটি গড়া কুমোরটুলীর ছাঁচে।
মেঘ কালো কালো আমার সোনার দুষ্টু মী
ভরা চোখে।
কাজলের রেখা আঁকি আমি শুধু চেয়ে থাকি।

নীলেন্দু—

আমি শুধু চেয়ে থাকি
কাজল পরানো স্বপ্নভরানো ও দুটি
আখির পানে
তুমি যে আমার আমি যে তোমার একথা
হৃদয় জানে।
তোমায় আমি যে নিতি নবরূপে খুঁজে পাই
মোর গানে
তুমি যে আমার আমি যে তোমার একথা
হৃদয় জানে।

(২)

তুমি আর আমি এই দুটি কথা
কত যে স্বপ্নে ভরানো
এ দুটি কথার আবেশ যেন গো
ফুলের হাঁসিতে ঝরানো।
সেই ফুলে আসে প্রজাপতি ঐ

রঙভরা পাখা দুলায়ে
রূপকথা ভরা কথা বলে সে যে
মন দেয় শুধু ভুলায়ে।
সেই যে কথার গোপন মাধুরী
হাওয়ার বাঁশীতে ছড়ানো
তুমি আর আমি এই দুটি কথা
কত যে স্বপ্নে ভরানো।
তুমি যে আমার এই টুকু ভেবে
কত যেন ভাল লাগে
সপ্তবর্ণে ইন্দ্রধনুতে তারই যেন ছোঁয়া লাগে
কত যেন ভাল লাগে।
তুমি যে আমার প্রাণের গভীরে
অরূপের বীণা বাজায়ে
অনুরাগে যেন এ জীবন মোর
সুরে সুরে দাও সাজায়ে।
সুখের পরশে আমার এ দুটি
আঁখি যে হরষে জড়ানো
তুমি আর আমি এই দুটি কথা
কত যে স্বপ্নে ভরানো।

(৩)

শূন্য আধার ঘরে নিভে গেছে দীপ ঝড়ে
শচীমাতা কেঁদে কয় ওযে আমারই দীরঘশ্বাস
ঝড় নয় ঝড় নয়
আকাশ বিলাপ করে মেঘবারি ঐ ঝরে
বিষ্ণুপ্রিয়া যে কয় ওযে আমারই
চোখের জল
মেঘধারা ও তো নয়, ঝড় নয় ঝড় নয়
শচীমাতা কেঁদে বলে আয় ফিরে আয়
বাছা বুকে
সতীর সে নাম সতী কেমনে বা নেবে মুখে
তাই নীরবে বিষ্ণুপ্রিয়া পথ পানে চেয়ে রয়
মন যেন নাহি মানে আশায় জাগিয়া থাকে
মায়া ভরা দুটি হিয়া তাই তার পিছু ডাকে
জননী ও জায়া কাঁদে এ ব্যথা কেমনে সয়
শচীমাতা কেঁদে কয় ও যে আমারই.
দীরঘশ্বাস
মেঘ ধারা ও ত নয়।

এস, এল, কারনানীর
পরবর্ত্তী নিবেদন
রহস্য রোমাঞ্চিত

সিংহদেবমোহন

বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে
• গঠন পথে •

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এস, এল, কার্ণানির পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।